যায়যায়দিন

19 MAR 2008
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি

শিক্ষকের চাকরি নিয়ে হয়রানির অভিযোগ

যাযাদি রিপোর্ট

স্থায়ী নিয়োগের আশ্বাস দিয়ে প্রাথমিকভাবে অ্যাডহক-ভিত্তিতে নিয়োগের পর দীর্ঘদিন বেতন না পাওয়া ও অ্যাডহকের মেয়াদ না বাড়ানো, চাকরি স্থায়ীকরণে অহেতুক কালক্ষেপণসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও হয়রানির অভিযোগ করেছেন জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহকারী প্রফেসর ড. আলী আজম তালুকদার। গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত বিজ্ঞানীর নিজ ইউনিভার্সিটিতে ঠাঁই না পাওয়ার অভিযোগ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব অভিযোগ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে ড. আলী আজম তালুকদার জানান, তিনি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির প্রাণ বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। অনার্স ও মাস্টার্স করার পর তিনি জাপান সরকারের মনবুশো বৃত্তি নিয়ে জাপানে যান এবং মাত্র ২৮ বছর বয়সে ১৯৯৬ সালে মলিকিউলার বায়োলজির ওপর স্বর্ণপদকসহ পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। জাপানে ১৩ বছর গবেষণা কাজ করেন এবং স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৩ সালে জাপান সরকারের অনার সিটিজেনশিপ পান। তিনি জাপানের নাগোয়া ইউনিভার্সিটির সিনিয়র রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

২০০৬ সালে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ভিসির আশ্বাসে নব প্রতিষ্ঠিত মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রথম শিক্ষক হিসেবে সহকারী প্রফেসর পদে অ্যাডহক ভিত্তিতে যোগদান করেন তিনি। কিন্তু নিয়োগের পর চাকরি স্থায়ী না করে বেতন না পাওয়াসহ নানা সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে হয়রানির শিকার হন। ভিসি ২০০৭ সালের অক্টোবরে চাকরি স্থায়ীকরণের কথা বললেও এমনকি শেষ মেয়াদে তার অ্যাডহক মেয়াদও বাড়ানো হয়নি। এ অবস্থায় তার ওপর যে মানসিক, একাডেমিক, আর্থিক ও সামাজিক হয়রানি চালানো হয়েছে তার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন ড. আলী আজম তালুকদার।